ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৯৭৪
আগরতলা, ১৩ জুন,২০১৮

## ২০ জুলাই থেকে খার্চি উৎসব

আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হবে রাজ্যের জাতি-উপজাতির ঐতিহ্যবাহী ৭ দিন ব্যাপী খার্চি উৎসব, ২০১৮। এই উৎসবকে সফল করে তোলতে পুরাতন আগরতলা ব্লকের উদ্যোগে গতকাল 'গীত বিতান' হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক রতন চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক বীরেন্দ্র দেববর্মা, পশ্চিম জেলা শাসক ড. সন্দীপ এন মাহাত্মে। এছাড়া, সদর মহকুমা শাসক তপন দাস, জিরানীয়া মহকুমা শাসক সুভাষ চন্দ্র সাহা, আগরতলা পুর নিগমের অতিরিক্ত কমিশনার রতন বিশ্বাস সহ পশ্চিম জেলা, জিরানীয়া মহকুমা ও সদর মহকুমার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক রতন চক্রবর্তী সভাপতির ভাষণে সভায় বলেন, আর মাত্র দেড় মাস বাদেই পুরাতন আগরতলায় চতুর্দশ দেবতার বাৎসরিক পুজা ও ৭ দিন ব্যাপী খার্চি উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা ও সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ শুরু হবে। এখানে উঠে আসবে ছোট আরেক ত্রিপুরা। রাজ্য বহিঃরাজ্য এমনকি বিদেশ থেকে নানা জাতি ও ধর্মবর্ণের মানুষের এখানে সমাগম ঘটবে। তাই সেসব মানুষের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেলা প্রাঙ্গণ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণগুলিকে সাজিয়ে তোলতে হবে। তিনি বলেন, এই উৎসব যাতে সুষ্ঠুও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের আধিকারিকদের এ বিষয়ে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। সভায় পূর্ত, বিদ্যুৎ, স্বরাষ্ট্র, পানীয়জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, আগরতলা পুর নিগমের আধিকারিকগণ খার্চি উৎসবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম ও দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা সভায় জানান, খার্চি উৎসব উপলক্ষ্যে এবারও প্রতি বছরের মতো 'কৃষ্ণমালা মঞ্চে' ৭ দিন ধরে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। হাবেলী মুক্ত মঞ্চেও আয়োজিত হবে শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পুরাতন আগরতলা ব্লকের বি ডি ও শান্তনু বিকাশ দাস সভায় খার্চি উৎসবকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

*****